ইউনিট ৩
শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা

ইউনিট ৩ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা

১৮৮২ সাল। লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪) তখন বৃটিশ ভারতের রাজ প্রতিনিধি বা 'ভাইসরয়' মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগের উদার নৈতিকদের প্রতিভূস্বরূপ। তিনি ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন গঠন করেন। কমিশনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধান করে তার সংস্কার সাধনের জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। উড সাহেবের সুপারিশগুলো কতটা কার্যকরী হয়েছে এবং না হয়ে থাকলে তার কারণ কী সে সম্বন্ধে কমিশনকে অনুসন্ধান করতে হয়েছিল।

পাঠ ৩.১ হান্টার কমিশন ঃ পটভূমি ও প্রাথমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হান্টার কমিশন গঠনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

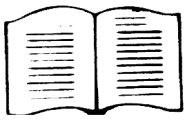

হান্টার কমিশন গঠনের পটভূমি

১। ১৮৫৭ সাল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল। সংগ্রামে সিপাহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাও বুঝতে পারলেন, বৃটিশ ভারতের সুষ্ঠু শাসনের জন্য
ক. নতুন শাসন ব্যবস্থা এবং
খ. শিক্ষা সংস্কার-দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ

এতদিনকার শিক্ষা ব্যবস্থার আড়ালে অনুরক্ত, রাজভক্ত প্রজা সৃষ্টির প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনাটি যে রূপান্তরিত হয়নি, তার বড় প্রমাণ এই স্বাধীনতা সংগ্রাম। ফলে শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে নতুন চেতনার দিক উন্মোচিত হলো।

২। বৃটিশ ভারতের প্রথম 'সেক্রেটারী অব টেষ্ট লর্ড ষ্ট্যানলীর যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকলেও ১৮৫৪ সালে উড সাহেবের নির্দেশ নামার (Despatch) গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো কিছুতে কার্যকরী হলো না। ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম বৃটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিল। ফলে শিক্ষা সংস্কারও পিছিয়ে গেল। শিক্ষা ব্যবস্থার গতি হলো মন্থর। সব ক্ষেত্রেই দেখা দিল একটা হতাশার ভাব। জনশিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা পেল চরম অবহেলা। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মিশনারীরা সোচ্ছার হলেন। উপরন্তু,

ক. মিশনারীদের প্রতি সরকারী বিরাগ

খ. অনুদান-ব্যবস্থা হওয়ার ফলে মিশনারী বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সংকট এবং

গ. উডের নির্দেশ নামার সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা প্রত্যাহার না করার নীতি মিশনারীদের ক্ষুব্ধ করল। তাই তারা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারত ও ইংল্যান্ডে শুরু করলেন তুমুল আন্দোলন।

৩। এ সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনীতিতেও স চিত হলো পরিবর্তন। উদার মনোভাবাপন্ন লর্ড গ্ল্যাডষ্টোন হলেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই মন্ত্রী শিষ্য লর্ড রিপন হলেন বৃটিশ ভারতের রাজ প্রতিনিধি বা ভাইসরয়। ফলে, সঙ্গত কারণেই উদার মনোভাবের ছাড়া পড়ল ভারতের শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

৪। লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪) বৃটিশ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যথেষ্ট সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৫৪ সালে ডেসপ্যাচে নির্ধারিত শিক্ষানীতিকে এ পর্যন্ত যে ভাবে রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে তার ফলাফল সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং ঐ নীতির আর কোনও উপযোগিতা আছে কিনা, তা

খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে এবং মিশনারীদের আন্দোলন ও দাবীর প্রেক্ষিতে লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতে শিক্ষা সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করেন।

৫। ইংল্যান্ডের অনুসরণ করেই সম্ভবত লর্ড রিপন এ শিক্ষা কমিশনটি গঠন করেন কারণ ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডেও বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। হান্টার কমিশন বৃটিশ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার উইলিয়াম হান্টারের নাম অনুসারেই কমিশনারটি নামকরণ। তিনি ভাইসরয় (Executive Council)- এর একজন সদস্যও ছিলেন। ভারতীয় ও বৃটিশ মিলে বাইশ সদস্যের এ কমিশনের ভারতীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন (ক) স্যার সৈয়দ আহম্মদ, (খ) ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (গ) আনন্দমোহন বসু, (ঘ) জ্যোতিন্দ্র নাথ ঠাকুর, (ঙ) কাশীনাথ তেলাং প্রমুখ।

৬। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হলো। তাদের কাজ ছিল আপন প্রদেশের বিস্ তারিত তথ্য সম্বন্ধে রিপোর্ট কমিশনের কাছে পেশ করা। প্রায় এক বছর কাজ করার পরে ১৮৮৩ সালে কমিশন একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পেশ করেন। রিপোর্টে ২২২টি মন্তব্য ছিল। মন্তব্যগুলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা রূপায়নের বেশ গুরুত্বপূর্ণ অভিমত হিসেবে আজও গণ্য করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত

১। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাকে হান্টার কমিশন আলোচনার পুরোভাগে স্থান দিয়েছিলেন। কারণ সে সময় এ সম্পর্কে দেশে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক বছর আগেই ইংল্যান্ডে ১৮৮০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। ফলে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এক কথায় সর্বজনীন করা হয়। তাই বৃটিশ ভারতেও প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা মত অগ্রসর না হলে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ উপেক্ষিত হবে এবং ইংরেজ শাসন ফলপ্রস হবে না- এ ধারনা কর্তৃপক্ষের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল।

২। বৃটিশ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও অনুসন্ধান কাজ চলেনি। উড সাহেবের নির্দেশ নামায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব ছিল, ভারতের কোন প্রদেশই সেগুলো রূপায়ণের চেষ্টা হয়নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সব বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, সেগুলি অর্থসংকটের সম্মুখীন হলো। মূলত স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ বেসরকারী প্রচেষ্টার উপযুক্ত মূল্য উপলব্ধি করতে পারেনি এবং তাদের যথার্থ উৎসাহ দান করেননি। এসব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হান্টার কমিশনই সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ–

ক. সরকারী নীতি

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের প্রচেষ্টার উপর সরকারকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। সরকার যেন কোনো অবস্থাতেই নতুন কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আর অগ্রসর না হন। তবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বা বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণ আর্থিক সাহায্য চাইলে সরকার যেন সাহায্যের হাত প্রসারিত করে তাদের উৎসাহিত করেন।

খ. পরিচালন ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে কমিশন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি করে স্কুল বোর্ড গঠনের পরামর্শ দেন এবং বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এই স্কুল বোর্ড সর্বতোভাবে দায়ী থাকবেন। The report drew attention to the special and urgent need for the extenstion and improvement of the elementary education of the masses, and recommended that the

primary Schools; should be managed by the newly established Municiapal and Dist. Boards under the supervision and control of the Govt. কমিশন আরোও সুপারিশ করেন যে, যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় কেবল মাত্র সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সেগুলোর পরিচালনার দায়িত্বও যেন এই বোর্ডগুলোর উপর ক্রমশ ছেড়ে দেয়া হয়। এ সুপারিশটির ফল কিন্তু ভাল হয়নি। কারণ যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, বেসরকারী বোর্ডের অধীনে যাওয়ার ফলে সেগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল। তাছাড়া সরকারী সাহায্য ব্যতীত কোন বোর্ডের পক্ষেই নতুন কিছু করা সম্ভব ছিল না।

গ. অর্থ ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থ সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য কমিশন কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন। যথা–

১। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলগুলোতে অর্থ সাহায্যের জন্য প্রত্যেকটি জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে একটি আলাদা অর্থ ভান্ডার রাখতে হবে।

২। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকার থাকবে।

৩। সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালটি কর্পোরেশন এবং জেলা বোর্ডগুলোকে পরিকল্পনা মত অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

৪। প্রয়োজন মত প্রাথমিক শিক্ষার খাতে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলোকে সমগ্র ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ অথবা তাদের সমগ্র আয়ের অর্ধেক অংশ ব্যয় করা হবে।

৫। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে তার সমগ্র ব্যয়বার সরকারকে বহন করতে হবে।

ঘ. অনুদান

প্রচলিত অনুদান ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা করে কমিশন পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কুলে গ্রান্ট বিতরণের নীতি অনুসরণের পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু এ নীতিটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এর ফলে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের মধ্যে এমন এক প্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হলো, যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিপন্ন হলো। কারণ যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যেতনা, সেগুলোর অস্তিত্ব এক প্রকার বিপন্ন হয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে তীব্র সমালোচনার মুখে সরকারকে ফলভিত্তিক অনুদান ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছিল।

ঙ. শিক্ষাক্রম

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম উন্নতির জন্যও কমিশনের সুপারিশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করাই বড় কথা। বিশেষ করে গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রমে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার মত বিষয়-শিক্ষা যদি স্থান না পায় তবে সেই শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা হয়ে পড়বে, বাস্তব জীবনে তার কোন মূল্য থাকবে না। এ জন্যই দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দেশীয় গণিত, হিসাব-নিকাশ, জমি-জরিপ, বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিল্প কলায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যবহারিক কাজ শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত করারও সুপারিশ কমিশন করেছিলেন।

চ. শিক্ষক-শিক্ষণ

শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য কমিশন প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রতিও বিশেষ গুর€ত্ব আরোপ করেন। এ উদ্দেশ্যে কমিশন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলেন যে, প্রত্যেক মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে অন্তত একটি করে শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল থাকা প্রয়োজন। ফলে প্রদেশগুলো প্রতিটি বিভাগে শিক্ষক শিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

৩। সমালোচনা

ক. কমিশনের সুপারিশমালার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতাম লক ও অবৈতনিক ঘোষণা করার সুপারিশ ছিল না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, হান্টার কমিশনই সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করেন এবং এর ভবিষ্যত উন্নয়নের পথ সুগম করেন।

খ. স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পিত হলো বটে কিন্তু তাঁদের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। সরকার খরচের মাত্র এক তৃতীয়াংশের বেশি কখনই দিতে রাজী হননি। রাজ্য সরকারের সাধারণত মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যেও খুব কমই পাওয়া গেছে। নীচের তালিকাটি দেখলে বৃটিশ শাসনে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কত অল্প ব্যয় করা হতো তা বোঝা যাবেঃ

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়

১৯০১-২ থেকে ১৯৪৭-৪৮ (টাকার হিসেবে)

	১৯০১-০২	১৯১১-১২	১৯২৬-৩৭	১৯৪৭-৪৮
শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়	৪,০১,২১,৪৬২	১৩,৩৭,৫২,৯৬৮	২৮,০৫,৩৯৬৭৮	৫৯,১৮,৪৩,০৫০
প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রত্যক্ষ ব্যয়	১,১৮,৭৮,৭৫৯	৩০৯,০৮,১০৭	৮,৩৭,৭৯,৯৭৯	১৮,৯০,০৯,০৬৪
শতকরায়	২৯.৬%	২৭.৩%	২৯.৮%	২৯.২%

দেখা যাচ্ছে, বৃটিশ আমলে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় হতো।

গ. বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার পেছনে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাবই প্রকট হয়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত দায়ভার নবনিযুক্ত অনভিজ্ঞ শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পন করা হয় বলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন অনেকাংশে ব্যাহত হয়।

ঘ. নতুন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় দেশীয় বিদ্যালয়গুলো টিকে থাকতে পারেনি। ক্রমশ সেগুলো অবলুপ্ত হলো। কারণ দেশীয় বিদ্যালয়গুলোর সম্পর্কে কমিশন অনুকূল অভিমত প্রকাশ করলেও সেগুলোর উন্নয়নের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশে ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কোন্‌টি?
- (ক) হান্টার কমিশন
- (খ) বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
- (গ) স্যাডলার কমিশন
- (ঘ) সাইমন কমিশন

২। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কত বছর পর হান্টার কমিশন গঠিত হয়?
- (ক) ২০ বছর পর
- (খ) ২৫ বছর পর
- (গ) ৩০ বছর পর
- (ঘ) ৩৫ বছর পর

৩। হান্টার কমিশনের রিপোর্টে প্রধানত কোন্ স্তরের শিক্ষা প্রাধান্য পায়?
- (ক) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা
- (খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা
- (গ) মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষা
- (ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

৪। নিম্নলিখিত মনীষীদের মধ্যে কে হান্টার কমিশনের সদস্য ছিলেন না?
- (ক) স্যার সৈয়দ আহমেদ
- (খ) ভূদেপ মুখোপাধ্যায়
- (গ) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
- (ঘ) আনন্দ মোহন বসু

৫। বৃটিশ ও ভারতীয় মিলে হান্টার কমিশনের কতজন সদস্য ছিলেন?
- (ক) ১২ জন সদস্য
- (খ) ১৫ জন সদস্য
- (গ) ১৮ জন সদস্য
- (ঘ) ২২ জন সদস্য

পাঠ ৩.২ হান্টার কমিশন ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকারী নীতি ব্যবস্থা করতে পারবেন।
- এ শিক্ষার ভাষা মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ সম্পর্কে হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

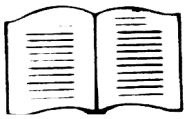

এ দেশের প্রচলিত বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় বৃটিশ আমলে। এখনকার মতো তখনও এক্ষেত্রে দুটি ধারা প্রবাহমান ছিল। যথা– (১) সরকারী এবং (২) বেসরকারী। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৮৫৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৭। ১৮৭১ সালে হয় ১৩৩ এবং ১৮২ সালে দাঁড়ায় ২০৯। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে সংখ্যাগত সম্প্রসারণ গুণগত মানোন্নয়নে সহায়ক হয়নি। উপরন্তু স্কুলগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কুক্ষিগত হয়ে স্বাধীনভাবে কোন শিক্ষাসূচী অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় প্রত্যাহত না হওয়ার এবং মিশনারীদের প্রতি সরকারী বিভাগের জন্য মিশনারীরা লন্ডনে আন্দোলন শুরু করেন। এসবের প্রেক্ষিতে হান্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং সংস্কারমূলক কিছু মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেন।

বিষয়বস্তু

'মাধ্যমিক শিক্ষা'

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে হান্টার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ নিম্নরূপ–

১। সরকারী নীতি

প্রাথমিক শিক্ষার মতো মাধ্যমিক শিক্ষা রূপায়ণেও কমিশনের মন্তব্যগুলো বিশেষভাবে প্রধানযোগ্য। এস্তরের শিক্ষানীতি আর্দশ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিশন বলেন যে, (ক) মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকার সক্রিয় ভূমিকা নেবেন না। (খ) মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকার ক্রমশ সরকারী প্রচেষ্টা প্রত্যাহার করবেন। (গ) এ স্তরের শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন। (ঘ) সরকারী বিদ্যালয়সমূহের আর্থিক সংকট সরকার অনুদানের সাহায্য মোচন করবেন। কিন্তু বিদেশীদের দ্বারা গঠিত কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান একই শর্তে গ্রান্ট বা অনুদান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা। কারণ অনুদান ব্যবস্থার ফলে মিশনারীদের সুবিধা হলে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর ধর্ম বিশ্বাস ব্যাহত হতে পারে। (ঙ) যে সব জেলায় বেসরকারী উদ্যোগে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয়, সেখানে শিক্ষার মান (Standard) রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনবোধে প্রতি জেলায় অন্তত একটি করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। জনসাধারণের চাহিদা না থাকলে সে অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করতে সরকার কোনোক্রমেই অগ্রসর হবেন না।

২। বেতন ব্যবস্থা

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য বেতন হার নির্দিষ্ট করার নিয়ম কানুন কিছুটা শিথিল করার প্রস্তাবও কমিশন করেন। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেতনের হার কিছুটা বেশি হতে পারে। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতনের হার কিছুটা কম হলেও চলতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে অনুদানের সাহায্যে ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে।

৩। শিক্ষাক্রম

তখনকার দিনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ছিল মাত্র বহুমুখী। কিছু কিছু সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস আর অল্প কিছু বিজ্ঞান এ নিয়েই ছিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম। এ সকল বিদ্যালয় থেকে

বেরিয়ে আসার পর শিক্ষার্থীদের সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। খুব প্রতিভাবান ছাত্ররা হয়ত মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারতেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। এ সময় ইংল্যান্ডে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে প্রয়োগ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়েছিল বলে শিক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। (সম্ভবত ইংল্যান্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি লক্ষ্য করেই ইংল্যান্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বিমূখী করার প্রস্তাব করেছিলেন)। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার সুপারিশ করা হলো। যথাঃ (১) 'এ' কোর্সে এবং (২) 'বি' কোর্সে। 'এ' কোর্সটি ছিলো পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী এবং সেটা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ বিষয়গুলো পাঠ করার জন্য প্রবেশ করতেন। অপরপক্ষে, 'বি' কোর্সের মধ্যে যে সকল বিষয় স্থান পেয়েছিল, তাদের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় এবং কারিগরী বিদ্যা সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয় ছিল।

কমিশনের সদিচ্ছাকে ক্ষুন্ন না করেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু বড় বড় নীতির প্রস্তাব থাকলেও অর্থ ব্যয় করে সেগুলোকে কার্যকর করা সরকারী শিক্ষানীতির লক্ষ্য হতে পারেনা। তাই দ্বিমুখী শিক্ষার কথা হলেও প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যধর্মী পাঠ্যসূচিই মাধ্যমিক স্তরে চালু রইল। তবে তার সঙ্গে কিছু কারিগরী শিক্ষার ব্যস্থা করা হলো। কিছু কিছু সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নামে মাত্র একটি 'বি' কোর্স রাখা হয়েছিল, সেখানে সামান্য কিছু কাঠের কাজ করার ব্যবস্থা ছিল মাত্র, কিন্তু সে শিক্ষা পরবর্তী কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে বহুমূখী শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে হান্টার কমিশন সেই পরিকল্পনার প্রথম ইঙ্গিত দাতা।

৪। শিক্ষার মাধ্যম

মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল শিক্ষার মাধ্যম বা ভাষা সমস্যা। এ সম্পর্কে কমিশনের অভিমত ছিল অনেকটা দ্বিধাসঙ্কোচগ্রস্ত। কমিশনের বিবরণীতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের ভাষার মাধ্যম সম্বন্ধে কোন আলোচনাই স্থান পায়নি। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কমিশন ইংরেজী ভাষার পক্ষেই ছিলেন। এমনকি নিম্নতম মাধ্যমিক স্তরেও মাতৃভাষা যে, শিক্ষার মাধ্যমে হবে- এ সম্বন্ধে কমিশনের সুস্পষ্ট কোন সুপারিশ ছিল না। কেবল বলেন যে, স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন স্থানীয় স্কুল পরিচালকগণ। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আরও প্রতিষ্ঠিত হলো এবং মাতৃভাষা মাধ্যমিক স্তরের সীমিত অংশ স্থান পেয়ে কোনো রকমে আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখতে সমর্থ হলো।

৫। সমালোচনা

ক) 'বি' কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষার আয়োজন করলেও কমিশন যন্ত্র শিক্ষার উপযোগী ও প্রয়োজনীতার উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেননি।

খ) বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার ফলে এবং গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা প্রবর্তনের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্কুল কলেজ অবাধ গতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ফলে বহু ক্ষেত্রে শিক্ষার মানে ক্রম অবনতি ঘটে। মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যায় বহু হলেও কার্যকারিতার দিক দিয়ে তাদের মূল্য বিশেষ ছিল না।

গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষেত্রটি বিশেষ সুসংহত ছিল না। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক/পরিদর্শকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, খেয়াল অনেক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

ঘ) কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত (Aided) স্কুলগুলোর উপর সরকারী শিক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণভার থাকার ফলে সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণাহীন অবস্থায় চলতেথাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে 'বি' কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ কেন করা হয়?
- (ক) কারিগরী ও বাণিজ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য
- (খ) একম খী শিক্ষাক্রমের ত্রুটির জন্য
- (গ) মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য
- (ঘ) সাহিত্য ধর্মী জ্ঞান লাভের জন্য

২। ১৮৮২ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ছিল?
- (ক) ১৮০টি
- (খ) ১৯০টি
- (গ) ২০০টি
- (ঘ) ২০৯টি

৩। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দ্বিমুখী করার সুপারিশ করেন–
- (ক) সাইমন কমিশন
- (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন
- (গ) হান্টার কমিশন
- (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

৪। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে এ-কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ কেন করা হয়?
- (ক) কারিগরী ও বাণিজ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য
- (খ) একমুখী শিক্ষার ত্রুটির জন্য
- (গ) মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য
- (ঘ) সাহিত্যধর্মী সাধারণ বিষয়গুলো পাঠের জন্য

৫। মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কশিশনের অভিমত ছিল–
- (ক) স্পষ্ট
- (খ) দ্বিধা সংকোচগ্রস্থ
- (গ) সংকটগ্রস্থ
- (ঘ) অস্পষ্ট

পাঠ ৩.৩ হান্টার কমিশন ঃ শিক্ষা প্রশাসন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনের অভিমত লিখতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের প্রশাসন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষায় প্রশাসনিক ধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

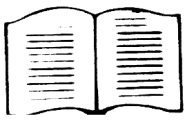

বৃটিশ ভারতের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থার উপর। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারত সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যার ফলে বৃটিশ ভারতে শাসন সুদৃঢ় হতে পেরেছিল। সাথে সাথে শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিও অনেকটা সহংত রূপ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৪ সালে উডের নির্দেশনায় বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। হান্টার কমিশন, উড সাহেবের ডেসপ্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতিই সমর্থন করেছিলেন তা বলতে হয়, পরবর্তী শিক্ষার প্রশাসনিক ধারাটির উৎসস্থল ও উডের নির্দেশনামা। তবে নির্দেশনামা প্রচারের পরে প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেছে। অতএব ঐ নীতি প্রয়োগে যে সমস্ত অসুবিধা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আলোচনা করে ঐ সম্বন্ধে আরও বলিষ্ঠ নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই পথে অগ্রসর হয়েছিল।

১। পটভূমি

হান্টার কমিশন যখন শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ গুলো প্রণয়ন করেন, সে সময়েই বৃটিশ ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশেই ডেসপ্যাচের নির্দেশক্রমে সরকারী জনশিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) গড়ে উঠেছিল। ১৮৭০ সালে ভারতের শিক্ষা প্রশাসনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হলো, (ক) একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ এবং আর একটি (খ) প্রাদেশিক বিভাগ। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে শিক্ষার আলাদা কোন মর্যাদা ছিল না। স্বাস্থ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনেই কাজ চলতো। ১৮৮১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হলো। প্রদেশের শিক্ষার ভার প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে অর্পিত হলো। পূর্বে এক একটি প্রদেশের শিক্ষার ভার এক একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে ছিল "জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন"। এর নাম পরিবর্তন করে "বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশন" নামে আর একটি গঠন করা হয়েছিল। ডেসপ্যাচের নির্দেশক্রমে প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড ও কাউন্সিলগুলো অবলুপ্ত হলো। পরিবর্তে স্থাপিত হলো প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগ। প্রত্যেক প্রদেশের একজন করে জনশিক্ষা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হলেন। যার নামকরণ হলো ডি,পি,আই (Director of Public Instruction) বা জনশিক্ষা পরিচালক। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিভাগের অধীনে যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক ও পরিদর্শিকা নিযুক্ত হলেন।

শিক্ষা বিভাগকে প্রতি বছর সরকারের নিকট প্রদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত বার্ষিক বিবরণী পেশ করতে হতো। হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলোকে কার্যকরী করার ভার শিক্ষা বিভাগের উপর প্রদত্ত হলো। প্রত্যেক প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালক প্রদেশের প্রয়োজনগুলো পরীক্ষা করে সুপারিশগুলো কতটা কার্যকরী করা যায় তার পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করবেন।

২। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ–

ক) প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কমিশনের সিদ্ধান্ত গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন পাশ হওয়ার ফলে বৃটিশ ভারতের শহরগুলোতে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড গঠিত

হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ভার এসব স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ছেড়ে দেয়া হলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুততর হবে বলে কমিশন অভিশত প্রকাশ করেন।

খ) সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজকর্ম তদারক করেন। নতুন বিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব হলে পরামর্শ ও অর্থ সাহায্যে দিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ফলবর্তী করবেন। এক কথায় সরকারী প্রচেষ্টা যেন বেসরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক হয়। কমিশন প্রয়োজনবোধে শিক্ষার অন্যান্য বিভাগেও সরকারী প্রচেষ্টাকে গৌণ করে বেসরকারী গণপ্রচেষ্টাকে প্রধান করার সুপারিশ করেন। কারণ জনশিক্ষাকে উপেক্ষা করে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

The states should make most strenuous efforts for The Provision and extension of Primary Education and should even take recourse to legistation, suited to the requirements of each provision.

কমিশন আরও বলেন যে, সদস্য প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভারও যেন এই বোর্ডগুলোর উপর ন্যস্ত করা হয়। বোর্ডগুলোর অর্থ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ করেন যে, প্রত্যেকটি বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা তহবিল গঠন করবে।

স্থানীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বের একটা মোটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার খাতে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলোর সমগ্র ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হবে। বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য যে সমস্ত নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে, তার সমগ্র ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলের ভিত্তিতে অনুদান বিতরণের সুপারিশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য হান্টার কমিশনের মূল্যবান সুপারিশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য হান্টার কমিশনের মূল্যবান সুপারিশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে টাকার অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০২ সালে গিয়ে তা দাঁড়াল ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এ সত্ত্বেও ১৮০৭ সালের এ পরিসংখ্যান দেখা গেল যে, বৃটিশ ভারতের প্রতি ১০.৯ বর্গমাইল এলাকায় মাত্র একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় কোন রকম টিকে আছে। বৃটিশ শাসনে প্রশাসন ব্যবস্থায় একমাত্র আমলাতন্ত্রই ছিল প্রচন্ড শক্তিশালী। অনুদানের পরিমাণ বাড়ালেও আমলাতন্ত্রের খেয়ালখুশি মত বিদ্যালয়ে অনুদানের বন্টন করা হতো। আমলাতন্ত্রের যে কিরূপ শক্তিশালী ছিল সে সম্বন্ধে প্রখ্যাত ইংরেজ বাগ্মী বার্ক সাহেবের মন্তব্য প্রধানযোগ্যঃ

"The English nation in India was a seminary for the succesion of officers, they are a state made up wholly of magistrates, they are a republic, a commonwealth without a people."

অতএব, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার যতই সদিচ্ছা প্রকাশ করুন না কেন আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে কোনো একটা শিক্ষা সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে অনেক সময় লেগে যেতো।

৩। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা

হান্টার কমিশন দেখেছিলেন যে, স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ বেসরকারী প্রচেষ্টার উপযুক্ত ম ল্য উপলব্ধি করতে পারেনি এবং তাদের যথাযথ উৎস দান করেননি। কমিশন তাই ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের নীতি সমর্থন করে বলেন যে, উন্নত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অক্ষুন্ন রেখে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও বিস্তারের দিকে সরকারী দপ্তরের নজর দেয়া প্রয়োজন। এই নতুন নীতি অনুসারে সরকারী কর্তৃপক্ষ নতুন করে আর কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হবেন না এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা প্রত্যাহার করবেন। কমিশন সরকারী শিক্ষা দপ্তরের উপর বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং বলেন যে, এই শিক্ষা দপ্তরই স্থানীয় শিক্ষা প্রয়োজনের পরিমাপ করবেন। স্থানীয় সহযোগিতা ও কর্মতৎপরতা জাগাবেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত কীভাবে সরকারী

ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়, সে বিষয়েও হান্টার কমিশন যথেষ্ট আলোকপাত করেন।

৪। মূলত

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশিত পথরেখা ধরেই অগ্রসর হচ্ছিল। এই স্তরের শিক্ষার পরিদর্শকমন্ডলীর সাহায্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সুবিধা-অসুবিধা জানতেন এবং প্রয়াজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো স্থানীয়ভাবে গঠিত শক্তিশালী ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হতো অনুমোদন এং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির দিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপেক্ষী ছিল।

৫। সংক্ষেপে সমগ্র শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাটি ছিল নিম্নরূপ–

ক) কেন্দ্রে থাকবে কেন্দ্রীয় বিভাগ।

খ) প্রতিটি প্রদেশে থাকবে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য শিক্ষাস্তরের এককগুলো (Unit) প্রাদেশিক সরকারের জনশিক্ষা পরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রয়োজনবোধে

জনশিক্ষা পরিচালক স্থানীয় সংস্থা পরিচালিত স্কুলগুলোর উপর নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা বিস্তার করতে পারবেন। কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত (aided) স্কুলগুলোর উপরই শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী ছিল এবং ১৮৮২ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগ এই নীতি অনুসরণ করেন।

ঘ) জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে থাকবে প্রশাসনিক সহযোগিতা।

ঙ) শিক্ষার ধারা সাবলীল ও গতি সম্পন্ন করতে এবং জনসাধারণকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে স্কুল কমিটি, স্কুল বোর্ড ও স্কুল পরিদর্শকমন্ডলী জনগণসহ সরকারের সাথে সহযোগিতা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ভার কার উপর ছিল?
- (ক) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর
- (খ) প্রাদেশিক সরকারের উপর
- (গ) আঞ্চলিক সরকারের উপর
- (ঘ) স্থানীয় সরকারের উপর

২। প্রত্যেক প্রদেশের জনশিক্ষা বিভাগকে কী বলা হতো?
- (ক) মহাপরিচালক
- (খ) পরিচালক
- (গ) জনশিক্ষা পরিচালক
- (ঘ) পরিদর্শক

৩। বিদ্যালয়ের অনুদান করা ইচ্ছা অনুযায়ী বন্টন করা হতো?
- (ক) সরকারী আমলাদের দ্বারা
- (খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা
- (গ) বিদ্যালয় পরিদর্শকদের দ্বারা
- (ঘ) স্থানীয় ধনবান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা

৪। প্রাথমিক শিক্ষার ভার কোন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত ছিল?
- (ক) লোকাল বোর্ডের উপর
- (খ) জেলা বোর্ডের উপর
- (গ) স্থানীয়-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর
- (ঘ) স্কুল বোর্ডের উপর

পাঠ ৩.৪ হান্টার কমিশন ঃ নারী শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ঊনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের নারী শিক্ষার পটভূমি ও বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে পারবেন।
- নারী শিক্ষা সম্বন্ধে হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহে বর্ণনা করতে পারবেন।

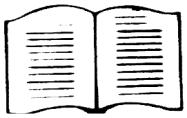

বৃটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নারী শিক্ষার প্রসারে আদৌ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ১৮১৩ সালে চার্টার আইনে শিক্ষাখাতে প্রথম বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকার মধ্যে একটি পয়সাও নারী শিক্ষায় ব্যয়িত হয়নি। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হওয়ার পরেই কেবল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। পরবর্তীকালে এক বিবর্তনের পথ ধরে বৃটিশ ভারতের নারী শিক্ষার ক্ষীণ স্রোত ধারাটি এগিয়ে যেতে থাকে। নারী শিক্ষার সাম্প্রতিক ধারাটি বুঝতে হলে এর ক্রমবিবর্তনের কাহিনী জানা দরকার। জানা দরকার হান্টার কমিশনের নারী শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশমালা।

নারীশিক্ষা

১। পটভূমি

আগেই বলা হয়েছে যে, কোম্পানী আমলের প্রথম দিকে এদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। মিশনারীরাই ছিলেন এক্ষেত্রে প্রধান পথ প্রদর্শক। আধুনিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম তাঁরাই করেছিলেন। পরবর্তীকালে মিশনারীদের প্রচেষ্টা, দেশী-বিদেশী মহানুভব ব্যক্তিদের সদিচ্ছা ও অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন সমাজ সংস্থা সমিতি সভার উদ্যোগে এবং সরকারী প্রেরণায় ভারতে নারীশিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। ১৮৪৯ সালে ডিংকওয়াটার বেথুন সাহেবের দশ হাজার পাউন্ড অর্থ সাহায্যে কোলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নবযুগ সুচিত হলো। লর্ড বেন্টিংক ও লর্ড ডালহোসীর প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ সালের ডেসপাচ নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত হলো কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীশিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয়নি। কারণ নবগঠিত শিক্ষা বিভাগ মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এছাড়া পুরুষ শাসিত সমাজের অধিকাংশ মানুষ নতুন এ ব্যবস্থাটিকে মেনে নিতে পারেননি। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর সরকার নারী শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হন এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দান করতে থাকেন। ফলে ব্রাহ্মণ সমাজ ও পার্সী সমাজের নেতৃত্ব ভারতে নারীশিক্ষা আন্দোলন জোরদার হয়। ১৮৭১ সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মেয়েদের জন্য ১৩৪টি মাধ্যমিক স্কুল ও ১,৭৯০টি প্রাথমিক স্কুল ছিল। ১৮৭৮ সালে বেথুন স্কুলেমেয়েদের কলেজ শুরু হয় মাত্র ৬ জন ছাত্রী নিয়ে। সারা ভারতে তখন এটিই ছিল একমাত্র মেয়েদের কলেজ। ১৮৮২ সালের এক হিসেবে জানা যায়, সে সময় বিভিন্ন স্কুলে ১,২৭,০৬৬ জন মেয়ে পড়ত এবং তার মধ্যে ১,২৪,৪৯১জনই ছিল প্রাথমিক স্তরের ছাত্রী। অর্থাৎ নারীশিক্ষার ৯৭.৬% ছিল প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। ১৯০২ সালে কলেজ ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৪ জনে দাঁড়ায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ সময় মিস মেরী কার্পেন্টাল নামে একজন ইংরেজ মহিয়সী নারী অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়ে সর্ব প্রথম শিক্ষিকা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজে নামলেন। এভাবে বৃটিশ ভারতে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ–

ক) নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে ফলপ্রস করতে হলে সরকারকে অধিক পরিমাণে টাকা বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

খ) মেয়েদের শিক্ষাদান কাজ সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষক প্রস্তুত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নারী শিক্ষকদের জন্য পৃথক ভাবে নর্মাল ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করে

প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তাদের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েরা যাতে গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষকতার কাজে উৎসাহ বোধ করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ তখন গ্রামাঞ্চলে মহিলা শিক্ষকদের অভাব ছিল প্রকট।

গ) মেয়েদের স্কুল পরিদর্শনের কাজে মেয়ে পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পৃথক পরিদর্শন দপ্তর বসাতে হবে।

ঘ) বালিকাদের প্রয়োজন লক্ষ্য করে তাদের জন্য বালক বিদ্যালয় থেকে পৃথক একটি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। বালিকাদের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাক্রম সহজ সরল করতে হবে।

ঙ) অনুন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে কমিশন তাদের জন্য অনুন্নত অঞ্চলে কিছু কিছু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন এবং কিছু কিছু বেতন মওকুফ করার কথাও বলেন।

চ) কমিশন লিখন পঠনে অক্ষম বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দান করেন।

৩। সমালোচনা

কমিশন নারীশিক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে স্বেচ্ছাধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সাধনের পরামর্শ দেন। কিন্তু এই কমিশন বিদ্যালয়ে বালিকাদের যোগদান বাধ্যতামূলক করতে বলেননি কিংবা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণেরও পরামর্শ দেননি। বস্তুত হান্টার কমিশন বৃটিশ ভারতে দ্রুত নারীশিক্ষা বিস্তারের অনুকূল কোন পরামর্শই দিতে সক্ষম হননি। ফলে ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ভারতে নারীশিক্ষার গতি ছিল বেশ মন্থর। তবে একথা ঠিক যে ১৮৫৪ সালের পর হান্টার কমিশনই প্রথম ভারতের নারীশিক্ষা বিস্তারকল্পে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। সমগ্র বৃটিশ ভারতে মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটা ছিল?
- (ক) ১৩৪টি
- (খ) ১৩৬টি
- (গ) ১৩৭টি
- (ঘ) ১৩৮টি

২। সমগ্র বৃটিশ ভারতে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ছিল?
- (ক) ১৭৮০টি
- (খ) ১৭৮৫টি
- (গ) ১৭৮৮টি
- (ঘ) ১৭৯০টি

৩। ১৮৭৮ সালে কতজন মেয়ে 'শিক্ষার্থী' নিয়ে বেথুন স্কুলে মেয়েদের কলেজ শুরু হয়?
- (ক) ৮ জন নিয়ে
- (খ) ৬ জন নিয়ে
- (গ) ৫ জন নিয়ে
- (ঘ) ৪ জন নিয়ে

৪। ১৮৮২ সালের হিসাবে নারীশিক্ষার শতকরা কতভাগ প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল?
- (ক) ৮৫.৩%
- (খ) ৮৮.৮%
- (গ) ৯৪.৪%
- (ঘ) ৯৭.৬%

৫। মেয়েদের শিক্ষার কাজে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিশন কী বলেন?
- (ক) নারীশিক্ষক প্রস্তুত করতে হবে
- (খ) যথেষ্ট সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- (গ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শিকা নিয়োগ করতে হবে
- (ঘ) অনুদান ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৩

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নে প্রশ্নোগুলোর উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকারী নীতি কী হওয়া উচিত বলে কমিশন মনে করেন?

২। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমকে দ্বি-মুখী করতে কমিশন কোন্ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করেন?

৩। মাধ্যমিক শিক্ষার ভাষা মাধ্যম সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত কী ছিল?
৪। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে হান্টার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো আলোচনা করুন।
৫। মাধ্যমিক শিক্ষার মান মাধ্যম ও ছাত্র বেতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত কী ছিল?
৬। হান্টার কমিশন গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলাচনা করুন।
৭। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের অভিমত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৮। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ কী ছিল?
৯। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা মূলকঃ কোন পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল?
১০। হান্টার কমিশনের শিক্ষার সংক্রান্ত সিদ্ধাতগুলো প্রণয়নকালে বাংলাদেশের শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?
১১। হান্টার কমিশনের সুপারিশে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাটি কিরূপ ছিল?

উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১
১। ক ২। খ ৩। খ ৪। গ ৫। ঘ

পাঠ ৩.২
১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ

পাঠ ৩.৩
১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠ ৩.৪
১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ক